ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 146 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩০২ ● কলকাতা ● ২৪ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১১ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নিয়োগ কেলেঙ্কারি মামলায় ৩৯ মাস বাদে জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জেলমুক্তি হল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। সাড়ে ৩ বছর জেলমুক্তি হল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে তাঁর শারিরীক অবস্থা স্থিতিশীল। আদালতের নির্দেশ মতো তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন।২০২২ সালেই বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ২০২৫ সালে জামিন পান তিনি। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে জামিন পান তিনি। সেই শর্ত মেনে ৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। সোমবার সেই সাক্ষ্যেগ্রহণ শেষ হয়েছে।

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 109

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর চাঁদের ঠাণ্ডা, পবিত্র শক্তি চাঁদের আলো রূপে নিজের উপর বর্ষিত হচ্ছে এবং তুমি ঐ চাঁদের আলোর শীতলতা অনুভব করছ। আর ঐ শীতলতা তুমি সূর্যনাড়ীর উপর বিশেষ রূপে অনুভব করছ। আর ধীরে ধীরে লিভার ঠাণ্ডা হচ্ছে এবং ঐ সাধনা থেকে আত্মশান্তি অনুভব হচ্ছে।"

একদিন সকালে গুরুদেব নিজে জমির উপর বসে ছিলেন এবং আমাকেও জমির উপর বসালেন এবং তিনি বললেন, "তুমি চিন্তা কর, তুমি তোমার মায়ের কোলেই বসে আছ। ঐ রকমই নিশ্চিন্ততা নিয়ে, আত্মীয়তা নিয়ে পৃথিবীর উপর বস এবং পূর্ণ সমর্পিত হয়ে তুমি পৃথিবীকে প্রার্থনা কর যে আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত, কৃপা করে আমার চিত্তকে শুদ্ধ ও সশক্ত কর।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

অভিজিতের 'বিস্ফোরণে'র পিছনে দলের একাংশ, চর্চা বিজেপিতেই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপির দিল্লির নেতৃত্বের উপর কি খুবই চটেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি সূত্রে এমনই খবর সামনে এসেছে। এতটাও বলা হচ্ছে যে তমলুকের সাংসদ প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দিল্লিকে ইঙ্গিত করে যে তোপ দেগেছেন, তার পিছনেও বিজেপির একটি শিবির কাজ করছে, শুভেন্দুরও নীরব সমর্থন রয়েছে।এদিকে, আদি বিজেপি বনাম নব্য বিজেপির সংঘাতটাও প্রবল। দিলীপ ঘোষের শিবির শুভেন্দু-শর্মীকের জুটিতে বিজেপির সাফল্য কতটা চাইছেন, তা নিয়ে দলে দ্বন্দ আছে। আবার সম্মান ফিরে না পেলে দিলীপ ঘোষের শিবিরও পুরো নামবে না। বিজেপি মহলের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যা যা ইস্যু ছিল, সেসব ঢেকে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো দলকে বুথে বুথে নামিয়ে দিয়েছেন। সেখানে আমাদের সংগঠনও দূর্বল, দিল্লিও নিষ্ক্রিয়। ফলে দলের একাংশে হতাশা কাজ করছে। এজেন্সি ঘুমন্ত। দিল্লির হিন্দিভাষী নেতারা এলে তার কোনও প্রভাব নেই। হিন্দুত্বের অস্ত্র বাংলায় ততটা কার্যকর নয়। এই পরিস্থিতিতে মিঠুন চক্রবর্তীও বলে বসেছেন, "এবার না জিতলে আমাদের সব শেষ হয়ে যাবে।" বস্তুত এই মরণ-বাঁচনে সবচেয়ে বড় বাজি একদা তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবনে। ফলে তিনি যতই ঘুরুন, মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যতই গরম বক্তৃতা দিন, দিল্লির উপর তিনিও বিরক্ত হয়ে জ্বলছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, দিল্লির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এসব ক্ষোভ উগরে দিয়ে এখন জরুরি ভিত্তিতে কী কী করা দরকার বলেছেন শুভেন্দু। শিগগিরই আবার দিল্লির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে খোলাখুলি কিছু কথা বলবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সুকান্ত মজুমদার। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য উগ্র রাজনীতির পক্ষে নন। তবে তিনিও এবিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন।যদিও শুভেন্দু শিবির এধরনের কথা কথা অস্বীকার করেছে। তবে খবর হল, এসআইআর নিয়ে শুভেন্দুরা উচ্চগ্রামে বিজেপির পক্ষে কথা বললেও এই বিষয়টি যে বুমেরাং হতে চলেছে, এমন ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা যথেষ্টই উদ্বিগ্ন।

সূত্রের খবর, প্রকাশ্যে যাই বলুন, বিজেপির রাজ্য নেতারা বুঝতে পারছেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল আবার বিপুলভাবে জিতে আসবে। সাংগঠনিকভাবেও বিজেপি তৈরি নয়। দলে গোষ্ঠীবাজির চোরাজোত প্রবল। এই অবস্থায় শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা চাইছিলেন দিল্লি সবরকম ক্ষমতা ব্যবহার করে তৃণমূলকে ধাক্কা দিক। তাই একসময় তাঁরা সিবিআই, ইডি, এনআইএ-র কথা বারবার বলতেন। বিজেপির অঙ্ক ছিল নির্দিষ্ট কিছু মামলায় তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু উইকেট ফেলে দিতে পারলে একদিকে শাসকদল ভোট করতে পারবে না। অন্যদিকে মানুষও তৃণমূলের উপর বিরক্ত হবেন। কিন্তু হালহকিকত দেখে বিজেপি নেতারা হতাশ। দিল্লি সূত্রে খবর, তাঁরা চান রাজ্য সংগঠন নিজেরা কাজ করুক। দিল্লি-নির্ভরতা কমাক। তাছাড়া বাংলার মানুষ ভোট দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে।

এজেন্সি যদি তিন-চারজনকে নতুন করে ধরেও, তাতে মমতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার তাস খেলে দেবেন। বিজেপির হিতে বিপরীত হবে। শুভেন্দু, সুকান্তরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অন্যান্য ইস্যু করতে চান। এখন সেসব লাটে উঠে এসআইআর ইস্যু হয়ে তৃণমূলেরই সুবিধা হয়ে গেছে। সূত্র বলছে, কদিন আগে ত্রিপুরা থেকে আসা এক বড় নেতা বাংলার নেতাদের বলে গেছেন, এসআইআর ইস্যু নিয়ে বেশি লাফালে বাংলা ও ত্রিপুরায় বিজেপির বিরাট ক্ষতি। বাংলায় বিজেপির ভোট ১৮.৫% থেকে ২১.৩% পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ফলে আসন কমবে, হারের ব্যবধান বাড়বে। বাংলায় হিন্দুভোট মানেই বিজেপি নয়। আর এসআইআরে বহু হিন্দু ভোটারও হয়রানিতে পড়ছেন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলেই ক্ষোভ বাড়বে। বিজেপি সিএএ ঘোষণা করে কতটা সামাল দিতে পারবে, তা নিয়ে নেতারা নিশ্চিত নন। একাংশ দিল্লিকে বলেছে, অবিলম্বে সিএএ স্পষ্ট রূপরেখা ঘোষণা করে বলে দিতে হবে কোনও হিন্দুর ভোট বাদ যাবে না।

দিল্লি নাকি বিষয়টা খতিয়ে দেখছে। বিজেপির সূত্র বলছে, অমিত শাহ এখনও শুভেন্দুকেই গুরুত্ব দেন, এটা ঠিক। কিন্তু দল না জিতলে শুভেন্দুও তো বিপাকে পড়বেন। শুভেন্দু চাইছেন বাংলার সরকারবিরোধী ইস্যু নিয়ে ভোটে যেতে। কিন্তু দিল্লির সৌজন্যে সব ইস্যু ধামাচাপা দিয়ে এসআইআর নিয়ে নেমে পড়েছে তৃণমূল, এবং ইস্যুটা কেন্দ্রবিরোধী হয়ে গেছে, যার মাশুল দিতে হবে রাজ্য বিজেপিকে। দিল্লির আবার বক্তব্য, রাজ্যেরই একাংশ নাকি এসআইআর চাইছিল। এই অবস্থায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে দিল্লির সমালোচনা করেছেন, তাতে বিজেপির মধ্যেই নানা চর্চা চলছে। একাংশ বলছে, মুখের ভাষ্য অভিজিতের, মনের কথা শুভেন্দুর। তাঁর পক্ষে দিল্লিকে চটিয়ে এগুলো বলা সম্ভব নয়, পদাধিকারে উচিতও নয়, তাই নিজে না বলে অভিজিৎকে দিয়ে বলিয়েছেন। তার কোনও প্রতিবাদও করেননি। দল নাকি অভিজিৎকে দিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল বিবৃতি করাচ্ছে। কিন্তু তার আগে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

নিয়োগ কেলেঙ্কারি মামলায় ৩৯ মাস বাদে জেলমুক্তি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

৮ জনের সাক্ষ্যের মধ্যে ৭ জনের সাক্ষ্য নেওয়া আগেই শেষ হয়েছে। অষ্টম জনের সাক্ষ্যে অর্ধেক নেওয়া হয়েছে। সোমবার তার সম্পূর্ণ সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সাক্ষ্য নেওয়ার পরে জামিনের শর্ত বাবদ ৯০ হাজার টাকাও জমা করে দেওয়া হয়েছে। এবার নিয়ম মেনে আদালতের নথি মুখ্য বিচারবিভাগীয় আধিকারিকের কাছে পৌঁছোনোর পরেই জেলমুক্ত হতে আর কোনও বাধা থাকার কথা নয় রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুবীরেশ ভট্টাচার্যেরও জেলমুক্তি হয়েছে।সোমবার আলিপুর আদালতে অষ্টম সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তারপরেই আলিপুর আদালত থেকে সিবিআই কোর্টে নির্দেশ যাবে। এরপর সংশোধনাগার ও হাসপাতালে নির্দেশ যাওয়ার পরেই ছাড়া পাবেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। ২০২৬ সালে এসএসসি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগে এতদিন জেলেই ছিলেন তিনি। ২০১৬ সালের নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে। ২০২১ সালে এই নিয়োগে প্রথম সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২২ সালে ২৩ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়। তার ৫দিন পরেই ২০২২ সালের ২৮ জুলাই রাজ্য মন্ত্রিসভার থেকে তাঁকে অপসারণ করা হয়।

দিল্লিকে রক্তাক্ত করার ছক ফাঁস ধৃত কাশ্মীরি ডাক্তারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দেশের রাজধানী দিল্লির কাছে ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। পুলিশি তৎপরতায় বানচাল নাশকতার ছক। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের একটি যৌথ দল হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে ৩৬০ কেজি অ্যামনিয়াম নাইট্রেট, একটি একে-৪৭ রাইফেল-সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে।এই অভিযানগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির জন্য লজিস্টিক এবং আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। জঙ্গিদের সহায়তার সব সুযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য শোপিয়ান-সহ একাধিক জেলায় ওজিডব্লিউ এবং ইউএপিএ আইনে অভিযুক্তদের বাসস্থান তল্লাশি চালানো হয়েছে।শ্রীনগরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার দেওয়ার অভিযোগে উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর থেকে পুলিশ এক কাশ্মীরি ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করে। সেই ঘটনার পরেই এবার উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ অস্ত্র।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আল ফালাহ হাসপাতালের কাছে একজন ডাক্তারের ভাড়া করা একটি বাড়ি থেকে রাসায়নিকগুলি

উদ্ধার করা হয়েছে। একই হাসপাতালে কর্মরত অন্য একজন মহিলা ডাক্তারের গাড়িতে রাইফেলটি পাওয়া গেছে। এই অভিজানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে, তিনটি ম্যাগাজিন এবং ৮৩ রাউন্ড কার্তুজ সহ একটি অ্যাসল্ট রাইফেল, আটটি রাউন্ড সহ একটি পিস্তল, দুটি খালি কার্তুজ, দুটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, আটটি বড় স্যুটকেস, চারটি ছোট স্যুটকেস এবং সন্দেহজনক বিস্ফোরক রাসায়নিক। এছাড়াও ব্যাটারি সহ ২০টি টাইমার, ২৪টি রিমোট কন্ট্রোল, প্রায় পাঁচ কেজি ভারী ধাতু, ওয়াকিটকি সেট, বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রীও উদ্ধার করেছে। ওই মহিলা ডাক্তারের গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, কাশ্মীরের ডাঃ আদিল আহমেদ রাথেরকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে খোঁজ পাওয়া যায় মুজাম্মিল শাকিলের। এর আগে, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ অনন্তনাগের সরকারি মেডিকেল কলেজে রাথেরের লকার থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল এবং গোলাবারুদ বাজেয়াপ্ত করে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানা পুলিশের মিলিত অভিযানে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক এবং অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ফরিদাবাদ এলাকায় আরও এক ডাক্তারের খোঁজে তল্লাশি চলছে বলে জানা গিয়েছে।

রাথেরের বিরুদ্ধে আগে অস্ত্র আইন এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনে অভিযোগ আনা হয়। ধৃত ডাক্তারের কাছ থেকে তদন্তে জানা গিয়েছে,

এরপর ৬ পাতায়

ডি লিট পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, জাপান থেকে আসছেন প্রতিনিধিরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবার আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ডি লিট দিতে চলেছে জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ১২ নভেম্বর ওই বিশেষ সম্মান দিতে কলকাতায় আসছেন জাপানের প্রতিনিধিরা। এর আগে রাজ্যের দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হয়েছিল মমতাকে। এবার বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার। সেই সম্মান প্রদান নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল সেই সময়, মামলাও হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এছাড়া ২০২৩-এ মুখ্যমন্ত্রীকে সাম্মানিক ডি লিট দেয় সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের হাত থেকে সেই সম্মান নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এবার তৃতীয় ডি লিট পেতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডি লিট ছাড়াও ভুবনেশ্বরের 'কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজি'-র তরফ থেকে মমতাকে সাম্মানিক ডক্টরেট দেওয়া হয়। গত মার্চ মাসে বক্তব্য রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। অক্সফোর্ডের অধীন কেলগ কলেজে বক্তব্য রেখেছিলেন তিনি। রাজ্যের উন্নয়ন সহ একাধিক বিষয়ে কথা বলেন সেখানে। তবে সেখানে অনুষ্ঠান

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দুয়ারে তৃণমূল, মঙ্গলেই শুনানি

পশ্চিমবঙ্গে পুরোদমে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ফর্ম গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেও। একদিকে যখন বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ফর্ম দিচ্ছেন, তখন তৃণমূল পুরোমাত্রায় বিরোধিতা করে চলেছে। এবার সেই ইস্যুতেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর-এর প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে। তৃণমূলের মূল অভিযোগ হল, পরিকাঠামো ছাড়াই এসআইআর শুরু করে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল হচ্ছে বলেও অভিযোগ। এছাড়া তৃণমূলের অভিযোগ, এসআইআরে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগও উঠেছে বাংলায়। সোমবারই উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এসআইআর ইস্যুতে ফের সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "আমি পরিষ্কার বলব, এই দু'মাসের মধ্যে এসআইআর সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। এটা গায়ের জোরে বিজেপির কথা মতো করা হচ্ছে। আমি মনে করি বিজেপির বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সেই জন্য দু'বছর সময় নিয়ে করা হোক।" এর আগে এসআইআর-এর প্রতিবাদে পথে নেমেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সাফ কথা, এসআইআর-কে হাতিয়ার করে এনআরসি করার চক্রান্ত করা হচ্ছে।বৈধ ভোটার বাদ গেলে যে রাজ্যের মানুষ যে ছেড়ে কথা বলবে না তাও দিন জোর দিয়ে বলেন তিনি।সূত্রের খবর, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের দুই সাংসদ মালা রায় ও সাংসদ দোলা সেন মামলা করেছেন শীর্ষ আদালতে। মঙ্গলবারই শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তৃণমূল এসআইআর-এর বিরোধিতা করছে না।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

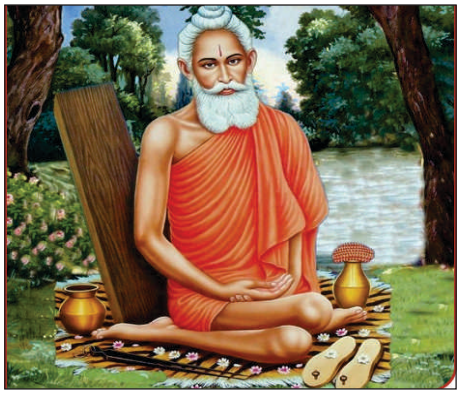

অনেক মানুষের মুখেই শোনা যায়, "আমি নিজে প্রকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করি কারণ আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যা পুরোপুরি অলৌকিক। আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যার ফলে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি"। ভূত, জ্বিন, প্রেতাত্মা ইত্যাদির সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, বা রাতের অন্ধকারে গায়েবি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

অভিজিতের 'বিস্ফোরণে'র পিছনে দলের একাংশ, চর্চা বিজেপিতেই

শুভেন্দুপন্থী শিবিরের বক্তব্য, রাজ্য বিজেপিতে যেটুকু ঝাঁজ, সেটা শুভেন্দুরই কৃতিত্ব। দিল্লির উপর বেদম চটেছেন শুভেন্দু?

কিন্তু তৃণমূলের মতো শক্তিশালী দল ও সরকারকে ধাক্কা দিতে গেলে দিল্লিকে যে প্রেসক্রিপশনে চলতে হবে, সেটা পুরো করানো যাচ্ছে না। রাজ্য বিজেপির এক নেতা বলেন, "আমাদের অবস্থা বাম জমানার প্রদেশ কংগ্রেসের মতো। দিল্লিকে বলেও নড়ানো যায় না। শেষে তৃণমূল তৈরি হয়েছিল বলে সিপিএম গেছে। আমাদেরও না হতাশা থেকে তেমন কিছু ভাবতে হয়।" জানা গিয়েছে, দিল্লির কাছে শুভেন্দুশিবিরের সুপারিশ হল এসআইআরকে প্রচারের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে রাজ্যের ইস্যুকে আনতে এজেন্সির সক্রিয়তা এবং সিএএ ঘোষণা করিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোল। তিনি চাইছেন পরোক্ষ কৌশলে তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক ভাগ করতে, সেখানেও কেন্দ্রের সাহায্য দরকার।

বিরোধী দলনেতা মরিয়া হয়ে সর্বত্র ঘুরছেন এবং এসআইআরের ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছেন। বলছেন, "এসআইআর-এ ক্ষতি হবে তৃণমূলের। বহু বহিরাগত পালিয়ে যাচ্ছে" ওদিকে, বিজেপি নেতাদের কাছে বারবার ফোন আসছে উদ্বিগ্ন রাজবংশী এবং মতুয়া সংগঠকদের। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, হিন্দুদের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়াও প্রবল। অথচ বিজেপি নেতাদের হাত-পা বাঁধা, বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মূর্তিতে দুর্গা-কালী ও চামুণ্ডার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। আর এক মূর্তিতে ললিতাসনা দেবীর গলায় মুণ্ডমালা, শুষ্কদেহ, গর্তে ঢোকা পেটে খিদের জ্বালার চিহ্নরূপে বিছের ছবি, চার হাতের দুই হাতে কর্তরী ও কপাল, এক বাহুতে ত্রিশুল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

গঙ্গাসাগর স্নানেই জীবনের মোক্ষ লাভ

ঈশানী মল্লিক :

(চতুর্থ পর্ব)

পবিত্র স্নান শুরু করতে পারেন। কপিল মুনি মন্দিরে, পবিত্র স্নানের পর সকালের আরতি অনুষ্ঠিত হয়, সাধারণত সন্ধ্যা ৭:০০ টার দিকে। মেলায় প্রবেশ বা আচার-অনুষ্ঠান করার জন্য কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। কপিল মুনি মন্দিরে, প্রতিদিন আরতি এবং পূজা করা হয়, পবিত্র স্নানের পর সকালে মূল আচার-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায়, হাজার হাজার প্রদীপের আলোয় সমুদ্র সৈকত আলোকিত হয়, যা প্রতিটি ভক্তের জন্য একটি ঐশ্বরিক দৃশ্য তৈরি করে।

বৈতরণী পার:

গরুড় পুরাণের ৪৭তম অধ্যায়ে বৈতরণী নদীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদী জীবজগৎ ও মরজগতের মধ্যবর্তী সম্পর্কস্বরূপ। পুরাণে বলা হয়েছে, মৃতের আত্মারা এই নদী পার করে তবেই স্বর্গে পৌঁছন আর যারা কারও প্রতি কখনও সদয় হয়নি বা অন্যদের সাহায্য করেননি তাদের আত্মা এই নদী পেরোতে পারে না এবং নরকের অতল গহ্বরে পতিত হয়। কিন্তু সেইসব অসহায় আত্মা গরুর লেজ ধরে এই নদী পার হতে পারে। সেইকারণে মকর সংক্রান্তির দিন, অসংখ্য মানুষ সাগর পাড়ে ভিড় করেন গরুর লেজ ধরে 'বৈতরণী পার' আচার পালন করবার জন্য।

মকর সংক্রান্তির শুভ সময়ে প্রতিবছর গঙ্গাসাগর মেলা উদযাপিত হয়। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, সংক্রান্তি হল সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে স্থানান্তরের সময়কাল। হিন্দু পত্রিকা অনুযায়ী, মকর সংক্রান্তি শুরু হয় যখন সূর্যদেব মকর রাশিতে প্রবেশ করেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে, সূর্যের এই স্থানান্তরের এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কারণ মকর হল শনির ঘর এবং শনি (সূর্যদেবের পুত্র) ও সূর্য দুজনে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু মকর সংক্রান্তির সময়, সূর্য নিজের ছেলের প্রতি রাগ ভুলে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিস্তার করে। সেই কারণেই মকর সংক্রান্তির এই সময়কালকে শুভ সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। মকর সংক্রান্তির সময় শীত ঋতুর সমাপ্তি ঘটে এবং ফসল কাটার মরসুমের সূচনা হয়। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকেরা এই সময় নিজেদের জমি,গবাদি পশু ও সরঞ্জামেরও বিধিবৎ পূজা করে। হিন্দু সংস্কৃতিতে এই সময়কালকে অশুভ সময়ের শেষে নতুন এক শুভ সময়ের সূত্রপাত বলে মনে করা হয়।

এই সময় আবহাওয়া ক্রমে মনোরম হতে থাকে। মকর সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু হয় উত্তরায়ণ। এই সময় দিন ক্রমে দীর্ঘ হতে থাকে এবং রাত ছোট হতে থাকে। বৈদিক যুগ থেকেই সূর্যের গতিপথ চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী জ্যোতিষবিদ্যা অনুশীলন করা হয়ে আসছে যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যও প্রস্তুত করা হয়। তিল এবং গুড় দিয়ে বিভিন্ন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা হয়। তবে এই উদযাপন শুধুমাত্র খাদ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির একটি আবশ্যিক অঙ্গ ঘুড়ি ওড়ানো। মূলত উত্তর

ক্রমশঃ

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নতুন দিল্লিতে অত্যাধুনিক ডিপিএসইউ ভবনের উদ্বোধন করলেন এবং ডিপিএসইউগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করলেন

নতুন দিল্লি, ১০ নভেম্বর, ২০২৫

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ১০ নভেম্বর, ২০২৫-এ নতুন দিল্লির নওরোজি নগরে নব উদ্বোধিত ডিপিএসইউ ভবন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ডিফেন্স পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং (ডিপিএসইউ)গুলির সার্বিক পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করলেন। বৈঠকে মিউনিশনস ইন্ডিয়া লিমিটেড (এমআইএল), আরমার্ড ভেহিকেলস নিগম লিমিটেড (এভিএমএল), ইন্ডিয়া অপটেল লিমিটেড (আইএএল) এবং হিন্দুস্তান শিপইয়ার্ড লিমিটেড (এইচএসএল) এই চারটি ডিপিএসইউ-কে মিনি রত্ন মর্যাদা পাওয়ার জন্য সংবর্ধিত করা হলো।

অনুষ্ঠানে ভাষণে শ্রী রাজনাথ সিং ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করা এবং আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরবচ্ছিন্ন অবদানের জন্য ডিপিএসইউগুলির প্রশংসা করেন। নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা এবং উৎকর্ষের জন্য ডিপিএসইউগুলিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "আমাদের ১৬টি ডিপিএসইউ-এর সবকটি দেশের আত্মনির্ভরতার মজবুত স্তম্ভ। অপারেশন সিঁদুরের মতো অভিযানে তাদের উল্লেখযোগ্য কাজ আমাদের দেশজ প্রযুক্তি, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং সক্ষমতার প্রমাণ।"

মিনি রত্ন মর্যাদা পাওয়ার জন্য এইচএসএল, এভিএনএল, আইওএল এবং এমআইএল-কে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রী রাজনাথ সিং একে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান দক্ষতা, স্বশাসন এবং অবদানের প্রতিফলন হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ২০২১-এ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডকে ৭টি নতুন ডিপিএসইউ-তে রূপান্তর আরও বেশি করে কাজের স্বাধীনতা, উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতামূখিনতা করে তুলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, এই চারটিকে মিনি রত্ন মর্যাদা দেওয়ায় তারা সক্ষমতা বর্ধন করতে পারবে, আধুনিকীকরণ করতে পারবে এবং নতুন নতুন সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগের রাস্তা খুঁজে পাবে।

এই ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য কাজের উল্লেখ করে শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, ২০২৪-২৫-এ ভারত ১.৫১ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের প্রতিরক্ষা উৎপাদন করেছে। এতে, ডিপিএসইউগুলির অবদান ৭১.৬ শতাংশ। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি পৌঁছেছে ৬ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকায়। যার থেকে বোঝা যায় ভারতের দেশজ ব্যবস্থার উপর বিশ্বের আস্থা আছে। তিনি বলেন, "এর থেকে স্পষ্ট করে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ছাপমারা প্রতিরক্ষা পণ্য বিশ্বস্তরে শ্রদ্ধা অর্জন করছে।"

এই গতি বজায় রাখার উপর জোর দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সবকটি ডিপিএসইউ-কে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তির দ্রুত দেশজকরণের উপর জোর দিতে বলেন। সময় মতো পণ্য দেওয়া এবং রপ্তানি বাড়াতে কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণে জোর দেন। তিনি ডিপিএসইউগুলিকে নির্দেশ দেন পরবর্তী পর্যালোচনা বৈঠকে দেশজকরণ এবং গবেষণার পথদিশা স্পষ্ট করে জানাতে। তিনি বলেন, "সরকারের তরফে আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, যেখানে হস্তক্ষেপ বা সাহায্যের প্রয়োজন হবে তা দ্রুত দেওয়া হবে।"

অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ডিপিএসইউগুলির মধ্যে তিনটি বড় সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হলো, যা সহযোগিতা এবং আত্মনির্ভরতার আদর্শের প্রকাশ। এইচএএল এবং ভারত ডায়নামিক লিমিটেড (বিডিএল) মৌ স্বাক্ষর করলো যন্ত্র ইন্ডিয়া লিমিটেড (ওয়াইআইএল)-এর সঙ্গে এর আধুনিকীকরণে সাহায্য করতে এবং প্রতিরক্ষা এবং বিমান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মিশ্র অ্যালুমিনিয়ামের জন্য আমদানি নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ১০ হাজার টনের ফোর্জিং প্লেস সুবিধা স্থাপন করা হলো। এইচএএল ওয়াইআইএল-কে সুদ বিহীন ৪৩৫ কোটি টাকা অগ্রিম দেবে। পাশাপাশি বিডিএল ১০ বছরে ৩ হাজার মেট্রিকটন পর্যন্ত সুস্থিত কাজ দেবে। তৃতীয় মৌ-টি স্বাক্ষরিত হয় মিধানিতে একটি মেটাল ব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য। যাতে জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিরক্ষা প্রকল্পে বিরল শ্রেণীর কাঁচামালের সরবরাহের কোনো বাধা না পড়ে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একগুচ্ছ গবেষণা উদ্যোগের সূচনা করেন। যার মধ্যে আছে এইচএএল, আরঅ্যান্ডডি ম্যানুয়াল। যার লক্ষ্য ডিজিটাইজেশন, মেধা সম্পদ সৃষ্টি এবং ভারতীয় শিক্ষা জগতের মাধ্যমে গবেষণা পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করা। ডিপিএসইউগুলির গবেষণার পথনির্দেশ চলতি উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সঙ্গে জড়িত। লাইসেন্স প্রাপ্ত উৎপাদন থেকে দেশজ নকশা এবং তৈরিতে স্থানান্তর যা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একটি মূল্যবান পদক্ষেপ।

সুস্থায়ী প্রতিরক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে শ্রী রাজনাথ সিং স্বয়ম-এর সূচনা করলেন। স্বর্ণ ড্যাশবোর্ড এবং ডিপিএসইউ এনার্জি এফিসিয়েন্সি ইনডেক্সের মতো ডিজিটাল উপকরণের সাহায্যে এই উদ্যোগ আত্মনির্ভরতার সঙ্গে সুস্থায়িত্বের মিশ্রণে সরকারের দায়বদ্ধতার প্রতীক।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আইওএল এবং বিইএল-কে ১০০ শতাংশ গ্রিন এনার্জি ব্যবহারে সাফল্যের জন্য সংবর্ধিত করেন। আইওএল সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার করছে। এতে ২০২৫-২৬-এ প্রথম ত্রৈমাসিকে ৮ হাজার ৬৬৯ টন নিঃসরণ কমিয়েছে এবং ২৬.৩৬ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। নবরত্ন ডিপিএসইউ হিসেবে বিইএল প্রথম ২০২৫-এর জানুয়ারি মাসে আরই১০০ মাইলফলক অর্জন করেছে।

শ্রী রাজনাথ সিং ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন পরিমণ্ডলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ডিপিএসইউ-গুলির নেতৃত্ব, উদ্ভাবন এবং দায়বদ্ধতার প্রশংসা করেন। তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে অবিচ্ছিন্ন অবদানের জন্য সকল ডিপিএসইউ-কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আসুন আমরা সংকল্প নিই, ভারতকে প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি গ্লোবাল ম্যানুফ্যাকচারিং হাবও করে তুলতে হবে।"

নতুন উদ্বোধিত ডিপিএসইউ ভবনটি অত্যাধুনিক কিছু ব্যবস্থা সমৃদ্ধ। এটিকে তৈরি করেছে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং এবং প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় শেঠের নেতৃত্বে। এটিকে ১৬টি ডিপিএসইউ ব্যবহার করতে পারবে।

(৩ পাতার পর)

দিল্লিকে রক্তাক্ত করার ছক ফাঁস ধৃত কাশ্মীরি ডাক্তারের

সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি এবার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের সংগঠনে নিয়োগ করছে। পুলিশ জানিয়েছে, দিল্লির এত কাছে বিস্ফোরক মজুতের পিছনে কী পরিকল্পনা ছিল তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনায় বিস্তারিত জানার জন্য তদন্ত চলছে। রাজধানীর এত কাছাকাছি সকলের চোখের আড়ালে কীভাবে এত বিস্ফোরক পৌঁছাল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, শহরের বিভিন্ন জায়গায় জইশ-ই-মহম্মদের প্রচারে পোস্টার পাওয়া যায়। এরপরেই শ্রীনগর পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে। তদন্তের সময়, সিসিটিভি ফুটেজে একজন ব্যক্তিকে পোস্টার লাগাতে দেখা যায়। তাকেই ডাঃ রাথের হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এরপরেই জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ গত সপ্তাহে সাহারানপুর থেকে ওই ডাক্তারকে খুঁজে বের করে তাকে গ্রেপ্তার করে।

এবার জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে পরিচালিত ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কার্স (ওজিডব্লিউ) এবং সন্ত্রাসবাদী দলের কমান্ডারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। একজন পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'এই অভিযানের মূল লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তা করে এমন পরিকাঠামো নষ্ট করা। এর মধ্যে রয়েছে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের এবং তাদের আন্তঃসীমান্ত হ্যান্ডলারদের লজিস্টিক, আর্থিক এবং আদর্শগত সহায়তা প্রদান করে এমন নেটওয়ার্কগুলি ধ্বংস করা।'

(৩ পাতার পর)

ডি লিট পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, জাপান থেকে আসছেন প্রতিনিধিরা

চলাকালীন মমতাকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। এবার এক আন্তর্জাতিক সম্মান পেতে চলেছেন তিনি। জাপানের ইয়োকোহামা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি লিট দেওয়া হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে ১২ তারিখে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই এই সম্মান প্রদান করা হবে। উপস্থিত থাকবেন জাপানের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। ২০১৮ সালে মুখ্যমন্ত্রীকে ডি লিট দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তৎকালীন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মমতার হাতে সেই সম্মান তুলে দিয়েছিলেন।

সিনেমার খবর

‘বিবাহবিচ্ছেদ’ প্রশ্নে যে জবাব দেন ঐশ্বরিয়া

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে দেড় যুগের দাম্পত্যজীবন ঐশ্বরিয়া রাইয়ের। আছে আরাধ্যা বচ্চন নামে এক কন্যাসন্তান। মাঝেমধ্যেই গুঞ্জন ওঠে, সম্পর্কটা ঠিক আগের মতো নেই এ বলিউড দম্পতির। তবে এ নিয়ে কখনো প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি দুজনের কেউই।

বিচ্ছেদ বিষয়ে মুখে তালা দিলেও পুরোনো এক অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন ঐশ্বরিয়া।

সময়টা ২০০৯ সাল। সবে বিয়ের মাত্র দুই বছর পার হলো। অপরা উইনফ্রের অনুষ্ঠানে হাজির অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। সেখানে তাদের বিয়ের বেশকিছু মুহূর্ত তুলে ধরা হয়। জমকালো বিয়ের ঝলক দেখে অবাক হয়েছিলেন অপরা। অভিষেকের মুখে বিবরণ শুনে তিনি জানতে চান, এত জাঁকজমক অনুষ্ঠান করে বিয়ে করার পর বিবাহবিচ্ছেদ হলে তা নিশ্চয়ই দম্পতির জন্য খুব কঠিন হয়ে ওঠে?

সঞ্চালিকার এমন প্রশ্ন শুনে প্রায় গর্জে ওঠেন ঐশ্বরিয়া। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা এই ধরনের ভাবনা মাথাতেই আসতে দিই না। বিয়ে মানেই পরস্পরের প্রতি সারা জীবনের প্রতিশ্রুতি। পরিবারের সঙ্গে থাকার মধ্যেই রয়েছে আনন্দ।

প্রসঙ্গত, ১ নভেম্বর ৫২ বছরে পা দিয়েছেন অভিনেত্রী। ১৯৭৩ সালের এই দিনে কর্ণাটকের ম্যাঙ্গালোরে জন্ম হয় তার। ১৯৯৪ সালের ‘মিস ওয়ার্ল্ড’ জিতে চলে আসেন পাদপ্রদীপের আলোয়। এর তিন বছর পর অভিনয়ে নাম লেখান ঐশ্বরিয়া। এরপর পেরিয়ে গেছে দুই যুগেরও বেশি সময়। এখনো সমানতালে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী।

নতুন প্রেমে মজেছেন মালাইকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্পর্ক ভাঙাগড়া মালাইকা অরোরার জীবনে নতুন কিছু নয়। তবে এবার আর ভাঙা নয়, দুটি হৃদয়ের জোড়া লাগার ইঙ্গিত মিলছে! যদিও এ বিষয়ে এখনো মুখ খোলেননি অভিনেত্রী।

গত বুধবার সন্ধ্যায় এনরিক ইগলেসিয়াসের ‘হাইভোল্টেজ’ কনসার্টে যোগ দিয়েছিলেন মালাইকা। সেখানেই রহস্যময় পুরুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ রসায়ন ক্যামেরাবন্দি হয়। এদিন রং মিলিয়ে পোশাক পরেছিলেন দুজনেই। ছবি নেটভুবনে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু কানাঘুষা। নেটিজেনদের কারও কারও মতে, নতুন প্রেমে মজেছেন মালাইকা!

বলিপাড়ায় কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, মালাইকা যার প্রেমে পড়েছেন তার নাম হর্ষ মেহেতা। পেশায় হিরার ব্যবসায়ী। মালাইকার সঙ্গে তার বয়সের ফারাক উনিশ বছর। তবে জনৈকের দাবি, ভাইরাল ছবি-ভিডিওতে যে ছেলেটিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি আসলে মালাইকার ম্যানেজার।

আরবাজ খানের সঙ্গে সংসার ভেঙে অর্জুন কাপুরের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান মালাইকা। যদিও সেই সম্পর্ক ছয় বছরের বেশি গড়ায়নি। তবে কি অর্জুনকে ভুলে নতুন প্রেমের সন্ধান পেলেন ‘ছাইয়া ছাইয়া গার্ল’?

শোনা যাচ্ছে, গত বছর অর্জুনের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ার পরই নাকি হর্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব শুরু হয় মালাইকার। মাসখানেক ধরে একে-অপরকে ডেট করছেন তারা।

উল্লেখ্য, চব্বিশ সালের জুলাই মাসে স্পেনে ছুটি কাটানোর সময়ে মালাইকার ফ্রেমে ধরা পড়েছিল এক রহস্যময় পুরুষ। যদিও অভিনেত্রীর ক্যামেরার ফোকাস ছিল খাবারের দিকে। তবে ব্যাকগ্রাউন্ডে সুদর্শন পুরুষের আবছা অবয়ব নজর এড়ায়নি নেটিজেনদের। সেখান থেকেই নতুন সম্পর্কের গুঞ্জনের সূত্রপাত।

‘বিয়ে নয়, জীবনে স্বাধীন হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ বলে শিখেছি’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

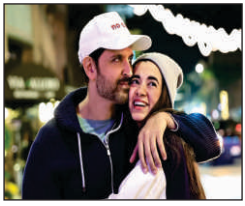

সুজানের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের অবসানের পর সাবা আজাদকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন হৃতিক রোশন। দুজনের কেউই তাদের প্রেমের সম্পর্কের কথা লুকাননি, বরং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিনিয়তই একে অন্যকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন। তবে এখনো বিয়ের পিঁড়িতে বসেননি তারা।

মাস কয়েক আগে বিয়ের বিষয়ে মুখ খোলেন হৃতিকের প্রেমিকা। তিনি জানান, ছোট থেকে তার মা-বাবা শিখিয়েছেন, বিয়ে জরুরি নয়। তিনি যদি কাউকে বিয়ে করতে চান, তাহলে করতেই পারেন। তবে সেটা বাধ্যতামূলক নয়।

সাবা বলেন, আমার ছয় বছর বয়সে মা-বাবা শিখিয়ে দেন বিয়ে নয়, বরং জীবনে স্বাধীন হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ।

শনিবার (১ নভেম্বর) চল্লিশে পা দিয়েছেন সাবা। প্রেমিকার জন্মদিনে তার সঙ্গে কাটানো একাধিক মুহূর্তের ছবি সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন হৃতিক। তিনি লেখেন, তোমার কথা ভাবা, তোমার জন্য কিছু করা—এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ। শুভ জন্মদিন আমার ভালোবাসা।

অভিনেতার করা পোস্টে সাবা লিখেছেন, আমার হৃদয়।

অবশ্য হৃতিকের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে বেগ পেতে হয়েছে সাবাকে। খুইয়েছেন ছোটখাটো অনেক কাজও। তবে সব ভুলে নিজেদের ব্যাপারে বেশ মনোযোগী দুজনেই।

রিচা ঘোষের নামে শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ার ঘোষণা মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপজয়ী রিচা ঘোষের নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার উত্তরবঙ্গ থেকে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৭ একর জমি রয়েছে চাদমুনিতে। সেখানেই স্টেডিয়াম তৈরির কথা বলা হয়েছে।সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ক্রিকেট মহিলা বিশ্বকাপে জয় পেয়েছে ভারত। তারমধ্যে রয়েছেন রিচা ঘোষ। চার অবদান মনে রাখতেই এই বিশেষ স্টেডিয়াম তৈরি করা হোক।তিনি বলেছেন, স্টেডিয়ামটি রিচার নামে করা হোক। এরফলে তাঁর অবদানও মানুষের মনে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার কথা শুনে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ।

শনিবার কলকাতায় ইডেন গার্ডেনে রিচা ঘোষকে সম্মানিত করেছে সিএবি ও রাজ্য সরকার। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি নিজের হাতে রিচা ঘোষের হাতে সোনার ব্যাট বল তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি নিজের গলার মাফলার পরিয়ে দিয়েছেন রিতার মায়ের গলায়। রিচা ঘোষের মা-বাবার অবদানকে সকলের একথায় স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলাকে গর্বিত করেছে রিচা। তার পিছনে তাঁর বাবা-মায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবাদান রয়েছে। তাই মঞ্চেই রিচা ঘোষের মাকে নিজের গলার মাফলার পরিয়ে দিয়ে সম্মানিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ইডেনে আসার আগে রিচাকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। সেখানেও তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। লালবাজার থেকে সোজা বাবা-মাকে নিয়ে ইডেনে পৌঁছে গিয়েছেন রিচা। বাবা-মাকে গর্বিত করার পাশাপাশি গোটা দেশ বাংলাকেও গর্বিত করেছে রিচা। সদ্য সমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা এসেছে রিচা ঘোষের ব্যাট থেকে। মোট ১২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। সেমিফাইনাল ও ফাইনালে দ্রুত রান করে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন রিচা।

জুয়ায় জড়িত ১৪৯ রেফারিকে বরখাস্ত করল তুরস্ক

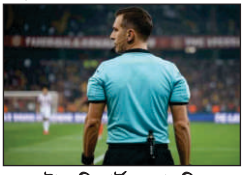

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তুর্কি ফুটবলে জুয়া কেলেঙ্কারির ঘটনায় বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশন (টিএফএফ)। শুক্রবার ফেডারেশন ঘোষণা দিয়েছে, জুয়ার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ১৪৯ জন রেফারি ও সহকারী রেফারিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত রেফারিদের বিরুদ্ধে ৮ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৩ জন রেফারির বিরুদ্ধে তদন্ত এখনো চলমান রয়েছে।

ফেডারেশনের সভাপতি ইব্রাহিম হাজিওসমানওগ্লু এক বিবৃতিতে বলেন, 'তুর্কি ফুটবলের সুনাম গড়ে উঠেছে মাঠের পরিশ্রমের পবিত্রতা ও ন্যায়বিচারের অবিচল সততার ওপর। এই মূল্যবোধের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কেবল নিয়মভঙ্গ নয়, এটি এক ভয়াবহ আস্থার অপব্যবহার।'

তিনি আরও জানান, তদন্তে দেখা গেছে কিছু রেফারি নিয়মিতভাবে বাজিতে অংশ নিয়েছেন। 'কিছু রেফারি গত পাঁচ বছরে ১০ হাজারেরও বেশি ম্যাচে বাজি ধরেছেন। এমনকি একজন রেফারি ১৮ হাজার ২২৭টি ম্যাচে বেটিং করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে ফুটবলের চেতনার পরিপন্থী।'

এর আগে, গত সোমবার হাজিওসমানওগ্লু জানিয়েছিলেন, সরকারী তদন্তে দেখা গেছে তুরস্কের ৫৭১ জন সক্রিয় রেফারির মধ্যে ৩৭১ জনের অন্তত একটি বেটিং কোম্পানিতে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর মধ্যে ১৫২ জন রেফারি সরাসরি ফুটবল ম্যাচে বেট করেছেন, যার মধ্যে ৭ জন শীর্ষ রেফারি ও ১৫ জন সহকারী রেফারি রয়েছেন।

স্থানীয় টেলিভিশন হাবেরতুর্ক জানিয়েছে, শুধু রেফারিই নয়, ক্লাব ও ফুটবলারদের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ৩ হাজার সাতশত জনেরও বেশি ফুটবলার এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকতে পারেন।

এই ঘটনা তুর্কি ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম বড় দুর্নীতির মামলা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যা দেশটির ক্রীড়া নৈতিকতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর গভীর আঘাত হেনেছে।

কোহলির রেকর্ড ভেঙে শীর্ষে বাবর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

লাহোরে ব্যাট হাতে ফিরলেন নিজের সেরা রূপে। দারুণ ফিফটিতে দলকে সিরিজ জেতানোর পাশাপাশি গড়লেন নতুন রেকর্ড। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে সর্বাধিক পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংস এখন এককভাবে বাবর আজমের।

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৪ উইকেটে জিতে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছে পাকিস্তান। রান তাড়ায় বাবরের ব্যাট থেকেই এসেছে দলের জয়ের ভিত। ৩৯ রান থেকে ওটনিয়েল বার্টম্যানকে টানা তিনটি চার মেরে ফিফটি পূর্ণ করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৯ চারে ৪৭ বলে ৬৮ রানের চমৎকার ইনিংস খেলে ম্যাচ-সেরার পুরস্কার জেতেন এই তারকা ব্যাটার।

এই ইনিংসের মাধ্যমে বাবর টি-টোয়েন্টিতে ৪০তম পঞ্চাশোর্ধ্ব ইনিংসের মাইলফলক স্পর্শ করেন, যা এর আগে ছিল ভারতের বিরাট কোহলির দখলে (৩৯টি)। আগের ম্যাচেই তিনি রোহিত শর্মাকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক রান সংগ্রাহকের রেকর্ড গড়েছিলেন।

স্ট্রাইক রেটের কারণে দীর্ঘ বিরতির পর দলে ফেরা বাবর এই সিরিজ দিয়েই ফেরালেন নিজের মূল্য। প্রথম ম্যাচে দুই বলে শূন্য রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ১৮ বলে ১১ রানে অপরাজিত ছিলেন। তৃতীয় ম্যাচে অবশেষে নিজের মতো করেই খেললেন।

এই জয়ে হারে শুরু করা পাকিস্তান টানা দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ের আনন্দে ভাসছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR